যাত্রিকের গতি

যাত্রিকের গতি

(ইহলোক থেকে পরলোক পর্যন্ত)

জন্ বানিয়ান

প্রথম খণ্ড

পরিমার্জনায় ও অনুলিখনে

রেভা. জেমস্ রবীন্দ্র বিশ্বাস

গ্রেস পাবলিকেশনস্
১৪২/১, সন্তোষপুর অ্যাভেনিউ
কলকাতা - ৭০০ ০৭৫

যাত্রিকের গতি

Jatriker Goti

Bengali Translation of

“THE PILGRIM’S PROGRESS”

From This world to that which is to come

By

John Bunyan

পরিমার্জিত নতুন সংস্করণ: বড়দিন ২০০৪

প্রাপ্তিস্থান

সন্তোষপুর গ্রেস কমিউনিটি সেন্টার

১৪২/১, সন্তোষপুর অ্যাভেনিউ

কলকাতা ৭০০ ০৭৫

দূরভাষ: ২৪১৬-১৪৭৫

দাম: ত্রিশ টাকা মাত্র

Published by

Rev. Sujoy Roy

Grace Publications

(Publising Department of the Santoshpur Grace Community Centre)

142/1, Santoshpur Avenue, Kolkata 700 075

Printed at

Type Impression

62, Sambhunath Pandit Street

Kolkata 700 025

প্রকাশকের নিবেদন

প্রভুর পরিচর্যায় রত হওয়ার সময় থেকেই আমি লক্ষ করেছি, বাংলায় খ্রীষ্টীয় সাহিত্য নেই বললেই চলে। (অতীতে হাতে গোনা কয়েকটি সংস্থা এই কাজে ব্রতী হয়েছিলেন, কিন্তু এখন, হয় তাদের কোনোটির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়েছে, অথবা তাঁদের লক্ষ্য থেকে দূরে সরে গেছেন) অথচ আমাদের স্বল্প শিক্ষিত পালক এবং প্রচারকদের হাতে তুলে দেবার মতো পুস্তকের সংখ্যা নগণ্য। এই অভাব পূরণের জন্য, ঈশ্বর আমাদের দীর্ঘ দিনের প্রার্থনার উত্তর দিয়েছেন, এবং তাঁর করুণায়, **গ্রেস পাব্‌লিকেশনস্‌** নামে একটি প্রকাশনা সংস্থা স্থাপন করতে সাহায্য করেছেন।

গ্রেস পাব্‌লিকেশনস্‌-এর প্রথম পুস্তক হিসাবে আমরা জন্‌ বানিয়ান রচিত The Pilgrim's Progress গ্রন্থটিকে মনোনীত করতে পেরে কৃতার্থ। এখানে রূপকের অন্তরালে যে-আধ্যাত্মিকতা প্রকাশিত হয়েছে তা যুগে যুগে মানুষকে একদিকে যেমন আকৃষ্ট করেছে, তেমনই শিক্ষা দিয়ে এসেছে।

মূল ইংরেজি গ্রন্থটির বাংলা "যাত্রিকের গতি" নামটি এতই বহুল প্রচলিত ও প্রচারিত যে, আমরাও সেই একই নাম বহাল রাখলাম। গ্রন্থটি নতুন কোনো অনুবাদ নয়, ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত The Calcutta Christian Tract and Book Society-র নবম সংস্করণের পরিমার্জিত গদ্যরূপ। রেভা. জেমস্‌ রবীন্দ্র বিশ্বাস পরিমার্জনার সেই গুরু দায়িত্ব সানন্দে বহন করে আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করেছেন।

প্রথম খণ্ডের পর দ্বিতীয় খণ্ডের কাজও আমরা শুরু করে দিয়েছি। দুটি খণ্ড মিলে গ্রন্থটির কলেবর বৃহদায়তন হওয়ায় আমাদের সাধ্যাতিরিক্ত আর্থিক দায়িত্বও বহন করতে হচ্ছে। আমরা বিশ্বাস করি, ঈশ্বর আমাদের প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ করবেন।

পরবর্তী প্রজন্মের কথা মনে রেখে গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষণ করা হলো না। গ্রন্থটি খ্রীষ্টান সমাজকে নব উদ্দীপনায় উদ্বুদ্ধ করে তুলতে পারলে আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

প্রকাশক

নতুন সংস্করণের ভূমিকা

বাইবেলের পরেই, সপ্তদশ শতকে লেখা The Pilgrim's Progress পৃথিবীর বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। আমার যত দূর জানা আছে, বাইবেল ব্যতীত, একমাত্র এই পুস্তকটিই পাঠক সমাজকে বিশেষভাবে প্রভাবিত ও আশীর্বাদযুক্ত করেছে। পার্থিব জীবন থেকে একজন পাপী মানুষের অনন্তকালের জন্য ঈশ্বরের সান্নিধ্যে প্রবেশ করা পর্যন্ত যত রকমের ঘটনা ও পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে, ঈশ্বরের বাক্যভিত্তিক সেই সব বিষয় বানিয়ান রূপক আকারে সন্নিবেশিত করে যে শিল্পশৈলী সৃষ্টি করেছেন, ঈশ্বরের আত্মার প্রেরণা ব্যতীত তা সম্ভ ব নয়।

মূল বইটির বাংলা নাম "যাত্রিকের গতি";এটির প্রথম সংস্করণ কত সালে প্রকাশিত হয়েছিল, জানা নেই;তবে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে অষ্টম সংস্করণ এবং ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে নবম সংস্করণের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল The Calcutta Christian Tract and Book Society কর্তৃক, এবং মুদ্রিত হয়েছিল The Baptist Mission Press, 41A, Lower Circular Road, Calcutta থেকে। দুটি সংস্থারই অস্তিত্ব এখন আর নেই।

বইটির অষ্টম সংস্করণ আমার স্কুল জীবনে সম্ভ বত ১৯৪৮-৪৯ সালে পড়েছি। এর সব কিছু তখন আমি বুঝতে পারিনি, কিন্তু কোন কোন বিষয় আমার মনে এমন গেঁথে গিয়েছিল, যা পরবর্তীকালে আমার জীবনে, শাস্ত্র আলোচনায় ও সভা-সমিতিতে ব্যবহার করেছি। বইটির প্রয়োজনীয়তা ও পুনঃপ্রকাশনার বিষয়ে ভারগ্রস্ত হয়ে প্রবীণ খ্রীষ্টভক্তদের সঙ্গে আলোচনা করতে থাকি। তাঁরা আমাকে যথেষ্ট উৎসাহ দিলেও সমস্যা দেখা দেয় আর্থিক সঙ্গতি নিয়ে।

এর পর সন্তোষপুর গ্রেস কমিউনিটি সেন্টারের পরিচালক রেভা. সুজয় রায় মহাশয়ের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। তাঁর সঙ্গে 'যাত্রিকের গতি' পুনঃপ্রকাশের বিষয় আলোচনা করি। তাঁর সানন্দ সম্মতি পেয়ে আমিও চলিত বাংলায় আধুনিক যুগোপযোগী করে পুনর্লিখনে ঝাঁপিয়ে পড়ি। প্রভুর ধন্যবাদ দিই, নিরূপিত সময়ে তিনি প্রথম খণ্ড শেষ করতে সাহায্য করেছেন। বর্তমান প্রজন্মের পক্ষে সহজবোধ্য করে তোলবার জন্য এর বহু শব্দ ও নাম পরিবর্তন করতে হয়েছে। এই প্রসঙ্গে স্মরণে থাকে যে, এতে ব্যবহৃত প্রত্যেকটা নাম তার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে।

আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই সেই সব খ্রীষ্টভক্ত ও সেবক-সেবিকাদের, যারা আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন, পরামর্শ দিয়েছেন, সক্রিয় সহযোগিতা ও প্রার্থনায় সাহায্য করেছেন। পাঠক সম্প্রদায় উপকৃত হলে আমার পরিশ্রম সার্থক হবে।

সকল গৌরব, মহিমা, সমাদর, আমাদের স্বর্গস্থ পিতা ঈশ্বর, ত্রাণকর্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ও পবিত্র আত্মা ঈশ্বরের হোক।

জেমস্ রবীন্দ্র বিশ্বাস
ডিসেম্বর ২০০৪

সূচি

১ম খণ্ড

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়: ধ্বংস-নগর থেকে পলায়ন	১
দ্বিতীয় অধ্যায়: একরোখা ও সুখপ্রিয় — নিরাশা পাঁক	৪
তৃতীয় অধ্যায়: জাগতিকমনার পরামর্শ	১১
চতুর্থ অধ্যায়: সংকীর্ণ দ্বারে প্রবেশ	১৮
পঞ্চ ম অধ্যায়: অর্থকারকের বাড়ি	২২
ষষ্ঠ অধ্যায়: বোঝা থেকে মুক্তি	৩১
সপ্তম অধ্যায়: অ-যথার্থ যাত্রী: দুর্গম পথ	৩৩
অষ্টম অধ্যায়: রম্যগৃহে রাত্রিযাপন	৩৯
নবম অধ্যায়: নম্রতা-তলভূমি	৪৮
দশম অধ্যায়: মৃত্যুচ্ছায়া উপত্যকা	৫৩
একাদশ অধ্যায়: বিশ্বাসীর সঙ্গে আলাপ	৫৮
দ্বাদশ অধ্যায়: বাক্যবাগিশের সাথে সাক্ষাৎ ও আলাপ	৬৬
ত্রয়োদশ অধ্যায়: মায়ামেলা	৭৬
চতুর্দশ অধ্যায়: আশাবান	৮৫
পঞ্চ দশ অধ্যায়: স্বর্গীয় নদী	৯৫
ষোড়শ অধ্যায়: রমণীয় পর্বতমালা	১০১
সপ্তদশ অধ্যায়: নানা ধরনের যাত্রীর বর্ণনা	১০৪
অষ্টাদশ অধ্যায়: অজ্ঞান ও ক্ষণিকের বিষয়	১২১
উনবিংশ অধ্যায়: স্বর্গপুরীতে আগমন	১৩১